বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 31 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষক সমাজ ও ঈদ

এবার দেশের লাখ লাখ বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীসহ তাঁদের পরিবারের অন্যান্য লোকজন ঈদের আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়েছে। সারা দেশের মানুষ ঈদে আনন্দ উপভোগ করলেও এসব ভাগ্যাহত শিক্ষক-কর্মচারীদের কপালে ঈদের আনন্দজোটেনি।

তাঁদের প্রতিবেশীরা যখন ঈদের কেনা-কাটা, কোরবাণীর ব্যবস্থা, বউয়ের শাড়ী-গহণা সংগ্রহ ও ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন আবদার রক্ষায় ব্যস্ত তখন এ সমস্ত শিক্ষক=কর্মচারী ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা প্রতিবেশীদের দিকে তাকিয়ে বুকভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

সরকারী শিক্ষক-কর্মচারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঈদের আগেইবেতন-বোনাসপেয়েছে।

কিন্তু শুধু বেতন-বোনাস পায়নি বেসকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা। সরকার হতে তাঁরা যে সামান্য মঞ্জুরী পান তাও তাদেরকে দেয়া হয়নি। অথচ সকলেরই জানা যে, তাঁরা কত কষ্ট স্বীকার করে বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষকতা করে আসছেন। শিক্ষকরা স্বীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকার হতে যে টাকা মঞ্জুরী পান তা দিয়ে একজন শিক্ষক ও পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ করা চলে না। তবু তাঁরা শিক্ষকতার মহান পেশাকে আঁকড়িয়ে ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশ, জাতি ও সমাজের স্বার্থে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করছেন। বিনিময়ে একটুখানি সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছেন না তাঁরা।

আমরা যাদেরকে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে জানি, তাঁরাই আজ পদে পদে পদদলিত হচ্ছেন। এভাবে শিক্ষার একটা বৃহৎ অংশকে চাপা রেখে কোনভাবেই দেশ, জাতি ও সমাজের সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। গাছের ভাল ফল পেতে হলে আগে যে গাছকেই বেশী করে যত্ন করতে হবে।

আজম জহিরুল ইসলাম
হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫।